বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৪৭ সালের ০১ জানুয়ারী পুলিশ কর্মকর্তা পিতার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জনাব মোজাফফর আলী ফকির, ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার কলতাপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সদস্য অপরদিকে মা সামছুন নাহার জন্ম নিয়েছিলেন টাংগাইল জেলার এক ধনাঢ্য পরিবারে ।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের লেখাপড়া শেষে তিনি বর্তমান 'আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' হতে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ১৯৬৫ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হন এবং পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ভারত বিভাগের মত ঐতিহাসিক বছরে (১৯৪৭ সালে) যার জন্ম সে সংগ্রামী যুবক ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান আর ১৯৭০ এর উত্তাল দিনগুলোতে তার দেশের বঞ্চিত মানুষ থেকে মুখ ঘুরিয়ে এমবিবিএস বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বসে থাকবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাইতো তিনি ১৯৬৮-৬৯ সনে আয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালের প্রথমার্ধে এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষা ফেলে রেখে বাঙ্গালীর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধার দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে জেড ফোর্সে ১ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার পদে নিয়োগ দান করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেমবর পর্যন্ত তিনি এ রেজিমেন্টেই কর্মরত ছিলেন। স্বাধীন দেশের মুক্ত আবহাওয়ায় ১৯৭২ সালে তিনি এমবিবিএস কোর্সের বাকী অংশ শেষ করে ঐ সালেই এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করে সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে কমিশন লাভ করেন। চাকুরী জীবনের প্রথম দিকে তিনি মালয়েশিয়া সরকারের District Health Manager (Civil Surgeon) এর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে ৫ বছর চাকুরী করেছেন। ১৯৮১ সালে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেনাবাহিনী হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে নিজেকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির-এর সাংগঠনিক পরিধি বিস্তৃত রয়েছে অসংখ্য পেশাজীবি ও সামাজিক সংগঠনের সাথে। এর মধ্যে তিনি জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ সমিতি, সেবা নিকেতন-ময়মনসিংহ, মুসলিম ইনস্টিটিউট-ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদ, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্রেক্টিশনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-এর আজীবন সদস্য।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির-এর রাজনৈতিক জীবনও সফল এবং বর্ণাঢ্য। আওয়ামীলীগের যখন দুর্দিন সেই ২০০১ সালে তিনি ১ম বারের মত জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আর তিনি যাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাজনীতিতে নেমেছেন সেই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের আসন নং-১৪৮, ময়মনসিংহ-৩ গৌরীপুর এর জনগণ তাদের প্রিয় নেতাকে ২০০৮ সালে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ১ লক্ষ ২ হাজারেরও বেশী ভোটে বিজয়ী করেন। পুরস্কার হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনিও সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। দেশে ইতোমধ্যেই মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লাভ করেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচকগুলো ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির ৩ কন্যা সন্তানের গর্বিত পিতা। তার স্ত্রী ডাঃ নাসিমা আনোয়ার ময়মনসিংহ শহরের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীণ নিজস্ব মালিকানাধীন 'নাসিমা নার্সিং হোম' এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এখানে এলাকার দরিদ্র মানুষ পাচ্ছেন ঔষধসহ বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা।